বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

শেষ পাতা

আইএনএমের গবেষণা

ক্ষুদ্রঋণে সন্তুষ্ট নন ৮০ শতাংশ গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিবেদক | ০০:৫৫:০০ মিনিট, সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ভূমিকা রাখলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমতো ঋণ পান না গ্রাহক। ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাই মনে করছেন, ঋণের টাকার অংক বাড়লে সঞ্চয়, আয়-উপার্জন বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত হবে তাদের। এজন্য তারা বড় ঋণ চান।

উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের নয় জেলার ৭২টি গ্রামে পরিচালিত এক গবেষণা জরিপের ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে এ গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করেন আইএনএমের সাবেক নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এমএ বাকী খলীলী।

‘ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অব ভালনারেবল সেগমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক ওই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বক্তব্য রাখেন আইএনএমের নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী, পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) ভিজিটিং সিনিয়র অ্যাডভাইজার অধ্যাপক সুজি কাজুটো এবং পিকেএসএফের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসিম উদ্দীন ও মো. ফজলুল কাদের। দিনব্যাপী এ সেমিনারে আটটি নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

সেমিনারে ‘ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ফর ডিজাস্টার অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলেন্স হাউজহোল্ডস অ্যান্ড কমিউনিটিজ’ শীর্ষক গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করে অধ্যাপক এমএ বাকী খলীলী বলেন, চাহিদা অনুসারে ক্ষুদ্রঋণ পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করছেন সিংহভাগ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা। ঋণের পরিমাণ বা টাকার অংকে ঋণ বাড়ালে সঞ্চয়, আয়-উপার্জনসহ সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত হবে বলে মনে করছেন

৮০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা। ৭০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা সম্পদ বীমা ও ৯৮ শতাংশ গ্রহীতা স্বাস্থ্য বীমা করতে আগ্রহী। সব সুবিধা পেলে ৯০ শতাংশ ঋণগ্রহীতা আরো বেশি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন।

গবেষণাটির জন্য উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের নয় জেলার ১৮টি উপজেলার ৭২টি গ্রামে জরিপ চালানো হয়। মোট ২ হাজার ২৫০টি পরিবারের তথ্য এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর ও আইলায় আর্থিক ক্ষতির শ্রেণী বিভাগ করে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি বলেন, প্রতিটি পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে, তার প্রায় অর্ধেকই বসতবাড়ির ক্ষতি। তবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কিছু মানুষ ক্ষতির কবল থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারলেও ক্ষুদ্রঋণ যারা নেননি, তাদের বেশির ভাগই ফিরতে পারেননি। সাধারণ দুর্যোগ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সম্পদ বিক্রি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় ব্যবহার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদান কিংবা মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ছেন তারা।

আইএনএমের এ গবেষণায় দেখা গেছে, আর্থিক সেবার বাইরে বিরাট একটি অংশ এখনো রয়ে গেছে। তবে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ ও সঞ্চয়ের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে যেসব পরিবারে ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প আছে, তাদের গড় আয় অন্যদের তুলনায় বেশি, জীবনযাত্রার মানও

অপেক্ষাকৃত উন্নত।

এর আগে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মসিউর রহমান বলেন, কোনো ধরনের পূর্বানুমান করা যায় না বিধায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতির প্রভাবটা বিস্তর হয়। এ কারণে গ্রামীণ অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই গ্রামীণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গঠন করতে হবে। দেশের অর্থনীতিতে এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব রয়ে গেছে।

সেমিনারে ড. মুস্তফা কে মুজেরী দেশের গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তকরণে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে চাইলে এসব জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের দিয়ে সঞ্চয় করাতে হবে। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা জরুরি। তাছাড়া ব্যাংক, এনজিও ও সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না। আমাদের তাদের কাছে পৌঁছতে হবে।

বণিক বার্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি ও বিষয়বস্তু অন্য কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-মেইল: news@bonikbarta.com | বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯